জীবননগর উপজেলা ইনোভেশন টিমের সেপ্টেম্বর/১৭ সভার কার্যবিবরণী

সভার তারিখ ঃ ২০-০৯-২০১৭খ্রিঃ
সময় ঃ বেলা ১১-৩০ ঘটিকা
স্থান ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস কক্ষ
সভাপতি ঃ জনাব মোঃ সেলিম রেজা
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জীবননগর।

সভাপতি, উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। গত সভার কার্যবিবরণী সভায় পঠিত এবং সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে মর্মে স্থিরিকৃত হয়। এ উপজেলার ইনোভেশন কার্যক্রম বিষয়ে সভায় আলোচনা ও নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	পাথিলা গ্রামকে মডেল গ্রামে উন্নিত করণ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি, জীবননগর বলেন যে, ইনোভেশন প্রকল্প হিসেবে গৃহীত এ উপজেলার পাথিলা মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ তহবিল থেকে গত সনে গ্রামটির যুব ও যুব মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের প্রশিক্ষিত বেকার ও দুঃস্থ যুবকদেরকে বিনামূল্যে ছাগল এবং বেকার ও দুঃস্থ মহিলাদেরকে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছিল। গ্রামটির পরিবেশগত উন্নয়ন, আত্মকর্মসংস্থান ও আয়বর্ধকমূলক এবং স্যানিটেশন উন্নয়ন সহ গ্রামটির ঝুকিপূর্ন গ্রুপের ক্যাটাগরি যেমন- প্রতিবন্ধী, দারিদ্রতা, বেকারত্ব নিরসন ও আত্মকর্মসংস্থানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। গ্রামটি মডেল গ্রাম হিসাবে রূপায়নে যে যে কাজগুলি করা প্রয়োজন সে বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। গত সভায় নিম্নবর্নিত প্রকল্পগুলি গ্রহণের সিদ্ধান্ত ছিল - ১) দুস্থ ও বেকার মানুষের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে তাদের মাঝে বিনামূল্যে হাঁস ও ভেড়া (গাড়ল) বিতরণ- ২,০০,০০০/- টাকা। ২) পাথিলা গ্রামের হতদরিদ্রদের বাড়িতে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খান নির্মাণ-৪,০০,০০০/- টাকা। ৩) প্রতি ইউনিয়নে ১টি করে মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ। এ বছর পাথিলা গ্রামের টয়লেট নির্মাণের কাজটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। পাথিলা গ্রামের জরীপকৃত নির্মাযোগ্য টয়লেট এর সংখ্যা ১০০টি। অন্যান্য সদস্যগণ উক্ত বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন	সভায় আলোচনান্তে উক্ত প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। প্রতি ইউনিয়নে ১টি করে মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের জন্য ইউপি চেয়ারম্যানগণকে অনুরোধ করা হয়। উক্ত প্রকল্পটি সংশ্লিট ইউপি,র অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। তবে উপজেলা পরিষদও সহায়তা প্রদন করবে। শেয়ার ভিত্তিক টয়লেট নির্মাণে আগ্রহী পরিবার নির্বাচনের জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীকে পুনঃ অনুরোধ করা হয়। বর্ণিত প্রকল্পের বিপরীতে উল্লিখিত অর্থ এডিপি তহবিল থেকে বরাদ্দের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জীবননগরকে অনুরোধ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান, জীবননগর
০২	উপজেলা ভূমি অফিস ডিজিটালাইজেশন করণ। ভূমি অফিস ডিজিটালাইজেশন কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় আলোচনা হয় এবং পড়প্পর্দায় ডিজিটালাইজেশন পদ্ধতিতে কিভাবে জমি খতিয়ান, রেকর্ড ও অন্যান্য তথ্য কিভাবে পাওয়া যাবে তা সদস্যগণকে দেখানো হয়। সকল সদস্য ডিজিটালাইজেশন পদ্ধতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমটির ৮০% কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এখন জমি সংক্রান্ত কোন তথ্যের জন্য আর উপজেলা বা ইউনিয়ন ভূমি অফিসে কোন তথ্যের জন্য যেতে হবেনা।	উপজেলা ভূমি অফিস ডিজিটালাইজেশন করণ কার্যক্রম ১০০% সম্পন্ন করে মানুষের সেবা প্রদান করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সহকারী কমিশনার(ভূমি), জীবননগরকে অনুরোধ জানানো হয়।	সহকারী কমিশনার (ভূমি) জীবননগর।

	সভাপতি বলেন যে, ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচিতে ইতোমধ্যে এ উপজেলার উথলী এবং রায়পুর ইউনিয়ন ভিক্ষুকমুক্ত করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিভিক্ষুককে ২টি করে ছাগল, নগদ ৫০০ করে টাকা, শীতের কম্বল,চাল, ডাল, আলু,বাদাম, চকলেট, দাড়িপাল্লা, ওজনমাপা মেশিন, ডিম, খাঁচা সহ অন্যান্য উপকরন দেওয়া হয়েছে। তাদের প্রত্যেককে ভিজিডি কর্মসূচির মাসিক ৩০ কেজি চাউল প্রদানে লক্ষ্যে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। তাদের অনেকে বয়স্কভাতা, প্রতিবন্ধীভাতা পায়। অবশিষ্ট ভিক্ষুকদেরকে ক্রমান্বয়ে উক্তরূপ ভাতাভূক্ত করার পরিকল্পনা আছে। উক্ত পুনর্বাসন কাজে অর্থ দিয়ে সংশ্লিষ্ট ইউপি সহযোগিতা করেছেন, সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচা রীগণ তাদের একদিনের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করেছেন। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয়ও ১দিনের সমপরিমাণ ভাতার অর্থ প্রদান করে সহযোগিতা প্রদান করেছেন। সর্বোপরি মাননীয় সংসদ সদস্য, চুয়াডাঙ্গা-২ জনাব মোঃ আলী আজগার টগর এ মহতি উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে একলক্ষ টাকা প্রদান করেছেন। উক্ত সহযোগিতা প্রদানের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। উপজেলার সকল ইউনিয়নের ভিক্ষুক পূনর্বাসন করার লক্ষ্যে ১৫লক্ষ টাকা ব্যায়ে জাইকার অর্থায়নে মহোহরপুর আসাসনে একটি মার্কেট নির্মানের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে এবং মার্কেট নির্মান চলমান আছে। এ উপজেলা যাতে ভিক্ষুকমুক্ত হয় সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে যতদ্রুত সম্ভব এ উপজেলাকে ভিক্ষুকমুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পুনর্বাসিত ভিক্ষুকদের জন্য মার্কেট নির্মানে সার্বিক বিষয়ে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জীবননগর।

সভাপতি বলেন - বিশ্বের উন্নত অন্যান্য দেশের মত আমাদেরকেও নতুন নতুন উদ্ভাবনী পরিকল্পনা গ্রহন ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের দেশকে উন্নয়নের সঠিক লক্ষ্যে পৌছাতে আমরা যে যেখানে আছি সেখান থেকে সকলকে অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। দেশের সার্বিক উন্নয়নের গতি সঞ্চার করতে হবে। সত্বর নতুন ইনোভেটিভ প্রকল্প দাখিলের জন্য সকলকে তিনি পুনঃ অনুরোধ জানান।

আরকোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ সেলিম রেজা)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
unojibannagar@mopa.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।

স্মারক নং ঃ০৫.৪৪.১৮৫৫.০০০.৪৮.০১০.১৭.২৪৪৫ (৩০) তারিখ ঃ ২২-১০-২০১৭খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি / অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলো ঃ

১। বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা।
২। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা।
৩। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জীবননগর।
৪। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক),চুয়াডাঙ্গা।
৫। উপজেলা.....কর্মকর্তা, জীবননগর।

২২.১০.১৭

(মোঃ সেলিম রেজা)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
unojibannagar@mopa.gov.bd